২০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 APR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

পরীক্ষা নিয়ে আবার চক্রান্ত

প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নকল প্রবণতা রোধে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত রোববার চেয়ারম্যানদের সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সংস্কার এবং উন্নয়নের প্রশ্নে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে সাজানোর পরামর্শ দেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বই ও বিদ্যালয়কে ভীতিকর না ভেবে পছন্দের বিষয় হিসাবে গণ্য করে। তিনি ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তাৎপর্য নিঃসন্দেহে ব্যাপক ও গভীর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া কিংবা ভুয়া প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে ছেলেমেয়েদের বিভ্রান্ত করা, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে জাল–জালিয়াতি এগুলো একটা আরেকটার সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এসবের অশুভ প্রভাব পড়ছে, যা সৃষ্টি করে চলেছে বিব্রতকর পরিস্থিতি। বিরাজমান পরিস্থিতিতে স্বার্থান্বেষী অশুভচক্র লিপ্ত রয়েছে নানা পাঁয়তারায়। ওই মহল প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে নতুন করে ফায়দা হাসিলের তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে বলে আলামত পাওয়া যাচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী এসএইচকে সাদেক এ বিষয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত শনিবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে একটি মহল চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। আর এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে সারাদেশে ভুয়া প্রশ্নপত্র ছেপে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছে যে, এইচএসসি পরীক্ষার কোনো প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। তা সত্ত্বেও অসাধুচক্র ভুয়া প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, এমন কিছু আলামত সরকারের নজরে এসেছে। এই সমাজবিরোধীদের রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের।

বাস্তবিকই বিষয়টি উদ্বেগজনক ও বিব্রতকর। গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিয়ে কি বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের জানা আছে। মেধাবী শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সে নিয়ে মহল বিশেষ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টাও করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখেও ওই অশুভ মহলের তৎপর হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। আর, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটির কারণে 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' হয়ে গেছে—এরকম গুজব ছড়িয়ে ফায়দা হাসিল করা কঠিনও নয়। এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক এমন কি অভিভাবক আছেন যারা তথাকথিত ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষায় 'ভাল ফল' করবার মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া করতে চান না। এতে পোয়াবারো হয় চক্রান্তকারীদের। অসুবিধা ও দুশ্চিন্তায় পড়েন মেধাবী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এমত পরিস্থিতিতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানাই আগেভাগে দেশবাসীকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়ার জন্য। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক যদি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাহলে এদের অশুভ তৎপরতা ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের সন্তানদের পরীক্ষা নিয়ে যারা চক্রান্ত করে, তারা আসলে দেশ ও জাতির দুশমন। ওই জাতীয় শত্রুদের অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। এই সঙ্গে আমরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলবো, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া আশু কর্তব্য।